দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 9 Jun 2008 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

শিক্ষা স্বাস্থ্য ভূমি প্রশাসনে দুর্নীতি বেড়েছে

ফ রিপোর্টার ॥ ২০০৬ সালের তুলনায় ২০০৭
ল শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয়
কারসহ অন্যান্য খাতে দুর্নীতির পরিমাণ
ড়ছে। এ সময় বিভিন্ন সেবা পেতে জনগণকে
টীয়ভাবে প্রদত্ত মোট ঘুষের পরিমাণ ৫ হাজার
৩ কোটি টাকা। রবিবার প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক
াদ সম্মেলনে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
লাদেশ (টিআইবি)-এর জাতীয় খানা জরিপ
ষণা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরা হয়।

'০৭ সালে ৫৪৩৩ কোটি টাকা ঘুষ লেনদেন॥ টিআইবি রিপোর্ট

অনুষ্ঠানে টিআইবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ব্যক্তিগত মত প্রকাশ করে
(১১-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষা স্বাস্থ্য ভূমি

(প্রথম পাতার পর

বলেছেন, পেটি দুর্নীতির হার ও পরিমাণ বে
সরকারের দায়িত্ব সুশাসন নিশ্চিত করা। বর্তমান স
সুশাসন প্রাতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে।
দুর্নীতির প্রকৃতি, ব্যাপকতা ও এতে ক্ষতির পরিমাপ ও
কার্যকর সুপারিশ প্রণয়ন করতে টিআইবি জুলাই
থেকে জুন ২০০৭ সময় পরিধি নিয়ে তথ্য সংগ্রহণ কে
২০০৭ সালের জুন ও জুলাই মাসে দেশের ৬২ (
গ্রামের ৩ হাজার ও শহরের ২ হাজারসহ মোট পাঁচ
পরিবারের ওপর এই জরিপ চালায়।
প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাত
হচ্ছে-আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার ও
প্রশাসন। ঘুষ আদায়ের ক্ষেত্রে এই খাতগুলোই
রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সেবামূলক খাতগুলোর মধ্যে
বিচার, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিদ্যুত, ব্যাংকিং, এনজিও ও
তবে জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৬-এর তুলনায় জানুয়া
২০০৭ এ দুর্নীতি কমেছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা,
বিদ্যুত, ব্যাংকিং, এনজিও ও কর খাতে। দুর্নীতির প
বেড়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরব
অন্যান্য খাতে।
অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত
কোষাধ্যক্ষ এম হাফিজউদ্দিন খান, টিআইবির
পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান, জাহাঙ্গীর
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এম কবির প্রমুখ।
সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদনটি তুলে ধরেন মোঃ ও
আলম।
গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, বিভিন্ন সেবা পেতে
তৃতীয়াংশ পরিবার (খানা) দুর্নীতির শিকার হয়েছে
দশমিক ১ শতাংশ পরিবার ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে
পেয়েছে। সেবা গ্রহীতার মাথাপিছু ঘুষের পরিমাণ
টাকা। সার্বিকভাবে জনপ্রতি মাথাপিছু আয়ের ৩ দ
৮৪ শতাংশ ঘুষ হিসেবে দিতে হয়েছে।
এর মধ্যে আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর কাছ থেকে
গ্রহণের ক্ষেত্রে ৯৬ দশমিক ৬ শতাংশ পরিবারকে দু
শিকার হতে হয়েছে। এর মধ্যে গ্রেফতার এড়াতে গে
খানাকে ১০ হাজার ৯২৭ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এ
এক বছরে মোট ঘুষের পরিমাণ ছিল ৮৭৯ কোটি
অন্যদিকে স্থানীয় সরকারের কাছ থেকে সেবা নি
দশমিক ৪ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়ে
খাতে সেবা প্রদানে ঘুষ গ্রহণের পরিমাণ ১৮৭ কোটি
টাকার অঙ্কে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে ভূমি প্রশ
এ খাতে এক বছরে ঘুষ গ্রহণের পরিমাণ ১ হাজার
কোটি টাকা। বিচার ব্যবস্থায় সেবা গ্রহণে ৪৭ দশ
শতাংশ পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এক বছ
খাতে প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ ছিল ৬৭১ কোটি টাকা।
বিভাগে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে গড়ে ৫ হাজার ১২৪
জজকোর্টে ৫ হাজার ৫১৬ টাকা, হাইকোর্টে ২ হাজার
টাকা, বিশেষ আদালতে ৫ হাজার ৮৪০ টাকা এবং
খাতে ২ হাজার ৩৩৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে।
স্বাস্থ্য খাতে এক বছরে ১০৭ কোটি টাকা ঘুষ
হয়েছে। এই খাতে ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ পরিবার দু
শিকার হয়েছে। সবেচেয়ে বেশি হয়েছে উপজেলা
কেন্দ্রে, যার হার ৪৭ দশমিক ৯ শতাংশ। এই খাতে
মোট ঘুষের পরিমাণ ১১৭
কোটি টাকা। বিদ্যুত খাতে গড়ে
দশমিক ২ শতাংশ পরিবার দুর্নীতির
হয়েছে। এই খাতে গ্রাহকদের ঘুষ
হয়েছে ৪৩৭ দশমিক ৭ কোটি
ব্যাংকিং খাতে প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ
কোটি টাকা। আর এনজিও খাতে
নিতে গিয়ে গড়ে ১৩ দশমিক ৫
পরিবার দুর্নীতির শিকার হয়েছে। এই
প্রদত্ত ঘুষের পরিমাণ ১৪৮ কোটি
অন্যান্য সেবা খাতে দুর্নীতির শিকার

6 /2008